160

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 NOV 1998 ...
পৃঃ ৪ ... কলাম ... 7 ...

গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার দৈন্যদশা

বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টে বলা হচ্ছে, যারা দেশে 'প্রাথমিক শিক্ষা' শেষ করেছে তাদের দুই– তৃতীয়াংশের ৪টি মৌলিক বিষয়ে ন্যূনতম দক্ষতা নেই। সে ৪টি বিষয় হলোঃ পড়া, লেখা, মৌখিক অঙ্ক ও লিখিত অঙ্ক। শিক্ষার এই দৈন্যদশার জন্য 'উন্নয়ন সম্ভাবনা' বাড়ছে না এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানে তার প্রভাব ফেলছে।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয় গ্রামাঞ্চলের ৫২০০ জনের নমুনা জরিপের ভিত্তিতে। দাবি করা হচ্ছে যে, নমুনা নির্বাচন করা হয় পক্ষপাতহীনভাবে। আমাদের 'এডুকেশনাল টেস্টিং' এখনও আদিম পর্যায়ে। একথা মেনে নিয়েই বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে নীতি নির্ধারকদের জন্য বেশ কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, শতকরা মাত্র ২৮ জন পড়া, ১৩ জন লেখা, ৩৭ জন মৌখিক অঙ্ক এবং ১৭ জন লিখিত অঙ্কে 'ন্যূনতম' দক্ষতা অর্জন করেছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ৪টি মৌলি.. দক্ষতার সবকটি অর্জনের উপর জোর দিতে হবে। লেখা ও কাগজে–কলমে হিসাব শেখানোর উপর বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে।

লেখাপড়া ও অঙ্কে শিশুকিশোররা তুলনামূলকভাবে বয়স্কদের চেয়ে বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে। তবে মুখে মুখে হিসেব করার ব্যাপারে বয়স্করাই এগিয়ে আছে। গ্রামাঞ্চলে এটা কিছুটা উন্নতির লক্ষণ বটে।

যারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে 'পাস' করে বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে ভাল করেছে। ৫ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন মেয়ে মৌলিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। অতএ , গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের উপর বাড়তি নজর দিতে হবে।

জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা হচ্ছে। শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এই খাতের উন্নয়নের জন্য ঋণ–অনুদানও কম আসছে না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার এই দৈন্যদশা কেন? বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলো অস্বীকার করার তো উপায় নেই, সাদা চোখেই দেখা যায়।

বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরো ব্যাপক জরিপের দিক নির্দেশ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে টাকাপয়সা খরচ করে কতটা লাভ হচ্ছে তা জানা যাবে এধরনের নিয়মিত জরিপের মাধ্যমে। কার্যকর পদক্ষেপ তখন নেয়া যাবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং উন্নয়নে 'সাধারণ' মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দিতে হবে। এ কাজে আপোস করার অবকাশ নেই।